প্রবহমান বাংলাচর্চা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

৪

Scanned by CamScanner

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৪

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

'প্রবহমান বাংলাচর্চা'র পঞ্চম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

সম্পাদনা পরিষৎ

মীর রেজাউল করিম — তপন মণ্ডল

দীপঙ্কর মল্লিক — শেখর রায়

স্বপন কুমার আশ — প্রণব নস্কর

সনৎকুমার নস্কর

প্রবহমান বাংলাচর্চা

বেহারাপাড়া, বারুইপুর, কলকাতা – ৭০০ ১৪৪

Scanned by CamScanner

PRABAHAMAN BANGLA CHARCHA 4

A collection of Peer-Reviewed Research Articles presented in the fifth International Seminar at Raiganj University

Published on January 25, 2020

ISBN: 978-81-937954-6-0

© Prabahaman Bangla Charcha

Rs. 700/-

Published by 'Prabahaman Bangla Charcha'
Beharapara, Baruipur, Kolkata-700144
Website: kolpbc.blogspot.com
Email: kolpbc@gmail.com

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৪

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত 'প্রবহমান বাংলাচর্চা'র

পঞ্চম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত

বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ ২৫ জানুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

বর্ণসংস্থাপন : জয়ন্ত কোলে, বইঘর

ত্রাণনাথ ব্যানার্জী রোড, পানিহাটি, কলকাতা - ১১৪

মুদ্রক : রোহিণীনন্দন

১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২

মূল্য : ৭০০ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner

যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অনালোচিত অধ্যায়
মুগ্ধ মজুমদার

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমুদ্রের একটি শাখা নদী : 'যোগাদ্যা-সাহিত্য' ১০৭
সৌম্যজিৎ চৌধুরী

দুর্গামঙ্গল ও কবি ভবানীপ্রসাদ রায় : একটি সামগ্রিক আলোচনা ১১৪
শুভাশিষ গায়েন

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

টুসু গানে নারী মনের কথা ১২৮
শান্তনু ভট্টাচার্য

ভাওয়াইয়া গানে তৎকালীন পেশা প্রসঙ্গ ১৩৫
রুনা লায়লা

গম্ভীরা : লোকসাংবাদিকতা ১৪৪
তনুশ্রী মিশ্র

দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাউলগানের প্রভাব ১৪৮
মুজিবুল রহমান সরদার

উত্তরবঙ্গের শৈবসংস্কৃতি ও স্থাননাম ১৫২
রমা দাস

সাঁওতাল জনজাতির লোকায়ত ধর্ম ১৬১
সরলা মান্ডি

পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় উপজাতির অভিবাসন ও জীবন ১৬৭
সংস্কৃতি চর্চা
সৌমিতা মিত্র

সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ লৌকিক দেবদেবী ১৭৫
শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

দঃ ২৪ পরগনার শিশু সাহিত্যে ছড়াচর্চার গতিপ্রকৃতি ১৮২
স্নিগ্ধা মণ্ডল

বীরভূমের লোকায়ত সংস্কৃতিতে বোলান গান : ১৯৫
ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা

Scanned by CamScanner

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমুদ্রের একটি শাখা নদী : 'যোগাদ্যা-সাহিত্য'

সৌম্যজিৎ চৌধুরী

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমুদ্রকে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বাংলা সাহিত্য নদীর ধারা তার কলেবরকে বিস্তৃত করেছে। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মুসলিম কবিদের রচিত সাহিত্য হচ্ছে সেইসব সাহিত্য নদীর ধারা। মঙ্গলকাব্য কাব্যগুলিতে কবিরা নির্দিষ্ট দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তবে দিকবন্দনায় তাঁরা পৌরাণিক দেবীর পাশাপাশি অনেক লৌকিক দেবদেবীর চরণ ছুঁয়ে বন্দনা করেছেন। এখানে আমাদের প্রশ্ন বেশতো ছিল পৌরাণিক দৈবী মাহাত্ম্য বর্ণন আবার লোকায়ত বর্গের দেবদেবীর প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা কেন? আসলে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত জনপ্রিয়তাকে কবিরা উপেক্ষা করতে পারেননি। লেখা ভালো কবিরা তা করতেও চাননি। কারণ মঙ্গলকাব্যের সকল কবি দৈবানুগ্রহী প্রার্থী হিসাবে বেশ লোভী চরিত্রের।

কবিদের কাব্যে বর্ণিত লোকায়ত দেবদেবীদের বৈচিত্র্যও কম নয়। তবে অল্পবিস্তর মিল লক্ষ করা যায় প্রত্যেকের দিকবন্দনায়। বেশ কিছু জনপ্রিয় দেবী কবিদের ঘাড়ে ভর করে লিখিয়ে নিয়েছেন নিজ মাহাত্ম্যকথা। এই রকম একজন লোকায়ত বর্গের দেবী হলেন দেবী যোগাদ্যা বা যুগাদ্যা। দেবী যোগাদ্যার অবস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমাস্থিত ক্ষীরগ্রামে। তবে লোকায়ত বর্গের দেবী হলেও দেবী যোগাদ্যার মধ্যে পৌরাণিক সত্তা বর্তমান। না, দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে পৃথক কোনো পুরাণ গ্রন্থ লেখা হয়নি। তন্ত্র গ্রন্থে তন্ত্রকারেরা ক্ষীরগ্রাম স্থিত দেবী যোগাদ্যাকে শাক্তপীঠের দেবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কথিত আছে বিষ্ণুর চক্র দ্বারা খণ্ডিত সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পতিত হয় ক্ষীরদীঘির জলে। এখানে সতীপীঠের দেবী হলেন দেবী যোগাদ্যা এবং মহাদেব ক্ষীরখণ্ডক। প্রবহমান বাংলা সাহিত্য চর্চা ধারায় আজ এই ম্রিয়মান 'যোগাদ্যা-সাহিত্য' ধারা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

'যোগাদ্যা-সাহিত্য' ধারা আজ ক্ষীণপ্রবহ হলেও, মধ্যকালীন সাহিত্য পর্বে এই সাহিত্য-তরঙ্গের অভিঘাত সমগ্র রাঢ় বঙ্গকে ছাপিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান

Scanned by CamScanner

ছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছি দেবী যোগাদ্যা সতীপীঠের দেবী, দেবী যোগাদ্যা কে সতীপীঠের দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে যে তন্ত্র গ্রন্থটির অবদান রয়েছে সেটি হল 'কুব্জিকাতন্ত্র'। এটি রচিত হয় আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এখানে বর্ণিত আছে –

ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানীয়াদ্বামলোচনে।

রামতোষণ বিদ্যালংকারের 'প্রাণতোষণী তন্ত্র'(১৮২০)-ও 'বাচস্পত্য-পীঠে', 'কুব্জিকাতন্ত্র'র মতো সিদ্ধপীঠের বর্ণনা একই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬ষ্ঠ শতকে 'কুব্জিকাতন্ত্র'-এর একখানি পুথি নেপালের রাজ দরবার থেকে উদ্ধার করেন। এই পুথির ৭ম পটলে ক্ষীরগ্রাম সহ ৪২টি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] পুথিটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে, পুথি নং -৩১৭৪।

তবে শুধু 'কুব্জিকাতন্ত্র'ই নয় আরও কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থে আমরা ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যার নাম পাই যেমন 'বৃহন্নীলতন্ত্র'-এ পাই--

ক্ষীরপীঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরখ্যা নিয়মপ্রভা।
রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী হস্তিনা পুরবাসিনী।।

'বৃহন্নীলতন্ত্র', 'প্রাণতোষিনী' তন্ত্রে, 'তন্ত্রচূড়ামণি'র পঞ্চম পটলে, বাচস্পতি রচিত 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী'-তে, 'গান্ধর্বতন্ত্রে', 'মহাপীঠনিরূপণম্'-এ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ষোড়শ শতকে রচিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে দেবী যোগাদ্যা কেন্দ্রিক স্তোত্র বর্তমান। কবি কৃত্তিবাস ওঝার নামে রচিত 'বৃহৎস্তবকবজমালা' গ্রন্থে দেবী যোগাদ্যার স্তোত্র পাওয়া যায়। স্তোত্র শেষে 'কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিতম্' দেখে সহজে অনুমান করা যায় এই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনাকার কৃত্তিবাস।

এতো গেল সংস্কৃত তন্ত্রাদির কথা। এবার আসছি বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে দেবী যোগাদ্যা কেন্দ্রিক সাহিত্য গঙ্গোত্রীর ভগীরথ বলা যেতে পারে ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ওঝাকে। কৃত্তিবাস সুকৌশলে যোগাদ্যার কাহিনি নির্মাণ করেন। তিনি রামকথার সাথে জুড়ে দেন দেবী যোগাদ্যাকে। কৃত্তিবাস রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ বধ পালায় মহীরাবণকে বধ করে রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে, দেবী যোগাদ্যাকে ক্ষীরগ্রামে প্রতিস্থাপনের গুরু দায়িত্ব দেন পবনপুত্র হনুমানকে। কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখছেন –

পাতাল হইতে তবে বীর হনুমান।
রাম লক্ষ্মণ কান্দে করি করিল পরাণ।।
হেনকালে ভদ্রকালী বলেন

Scanned by CamScanner

আমারে লইয়া চল পবন-নন্দন।।

... ...

তবে বীর হনুমান দেবীরে লইয়া।
ক্ষীরগ্রামে রাখে তারে স্থাপন করিয়া।।

হনুমান দেবীকে ক্ষীরগ্রামে নিয়ে আসার পর কীভাবে দেবীর পূজা প্রচলন ঘটল, কে দেবীর পূজা আরম্ভ করল এইসব প্রশ্নের উত্তর কৃত্তিবাস রামায়ণে দেননি। পাঠকদের এই কৌতূহল নিরসনের জন্যই বোধ হয় তিনি পুনরায় 'যোগাদ্যা বন্দনা' নামে পৃথক একটি কাব্য রচনা করলেন।

কৃত্তিবাসের এই রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হোক বা রাঢ়বঙ্গে দেবীর জনপ্রিয়তার কারণেই হোক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিদের রচনায় দেবী যোগাদ্যাকে স্মরণ করার একটা ধুম পড়ে গেল। যেমন – কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 'মনসামঙ্গল' কাব্যে লিখছেন —

খিরগ্রামে জোগাদ্যে বন্দিনু একভাবে।
কামরূপের চণ্ডী অপরাধ নাহি লবে।।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গলে' পাই –

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার বন্দিনুচরণ।
পাড়া আম্বুরায় কামারবুড়ি বন্দ একমন।।

'কালিকামঙ্গলে' এর অপর কবি প্রাণরাম কবিবল্লভের বিদ্যাসুন্দর আখ্যানে দিকবন্দনায় আছে --

ক্ষীরগ্রামে বন্দিলাম যোগাদ্যা সম্ভ্রমে।
রাজারাজেশ্বরী বন্দো বেলড়াঙ্গা গ্রামে।।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর নিবাসী রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে পাই --

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা বন্দো মস্তকের পাগে।
সেয়াখালার রঙ্কিণী বন্দিয়া গাইব আগে।।

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত হায়াৎপুর নিবাসী কৈবর্ত জাতির কবি রামদাস আদক 'ধর্মমঙ্গল', বা 'অনাদিমঙ্গল' রচনা করেন ১৬৬২ খ্রি.। তাতে পাই --

ক্ষীরগ্রামে বন্দিলাম যুগাদ্যার পা।
বলিতে না পারি মায়ের অমঙ্গল রা।।

Scanned by CamScanner

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহ গ্রামের আর এক কবি মানিক গাঙ্গুলী ১৭৮১ খ্রি. 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন –

ভান্ডারগড়ে ভাতারচন্ডী ভয়বিনাশিনী।
বন্দিলাম খিরগ্রামে নৃমুন্ড-মালিনী।।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অপর উল্লেখ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণা নিবাসী এবং তিনি বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়ের অনুগ্রহীত ব্যক্তি ছিলেন। কীর্তিচাঁদ যোগাদ্যা পূজার দায়িত্ব গ্রহণের পর ঘনরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন (১৭১১খ্রি.)এবং তিনি কাব্যে বিস্তৃত অংশ জুড়ে দেবীর বন্দনা গান করেছেন –

অমর আরাধ্যা শ্রীমতী যোগাদ্যা
চরণ পঙ্কজ রেণু।
গানে বিঘ্ননাশ হেতু বন্দে দাস
অবনী লোটায় তনু।।

রামানন্দ যতি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লিখছেন –

যুগাদ্যা ভবানী বন্দো ক্ষীরগ্রাম পীঠ।
বন্দিব কিরীটেশ্বরী সতীর কিরীট।।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে দিক বন্দনায় লিখছেন –

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা বন্দিনু বিধিমতে।
তমলুকের বর্গভীমা বন্দো মুঞি মাথে।।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দক্ষ যজ্ঞনাশ, সতীর দেহত্যাগ, বিষ্ণুচক্রে সতীর ছিন্ন হওয়ার কাহিনির উল্লেখ আছে। কিন্তু একান্ন পীঠের বর্ণনা অনুপস্থিত। 'সতীর স্কন্দে শিবের ভ্রমণ' অধ্যায়ে মহাপীঠগুলির মধ্যে ক্ষীরগ্রামের নাম পাওয়া যায় –

তবে সদাশিব রায় মহাপরিশ্রম পায়
ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে।
যোগাদ্যা হইল তার নাম।।

দেবীর স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন কালে বলেছেন –

যোগাদ্যা যোগিনী আমি শতনাম শুন তুমি
মৃগেন্দ্রবাহিনী মোর খ্যাতি।

যোগাদ্যা যোগিনী বর্ণনা মতে অনুমান করা যায় তান্ত্রিক মতে দেবীর পূজা হত এবং তিনি তান্ত্রিক দেবী ছিলেন। 'The Shakta Peethas' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন -

Scanned by CamScanner

"The Chandimangala mentions the goddess as Yogadhya and connects Ksiragrama with satisback."[৪]

ভারতচন্দ্র রায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ১ম খণ্ডে লিখছেন –

ক্ষীরগ্রামে ডানিপরে অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব।।

সাম্প্রতিক 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত 'বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধে শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত জানাচ্ছেন 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের কাব্যের মধ্যেও রয়েছে দেবী যোগাদ্যার প্রসঙ্গ –

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণ।
বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করে।।
দেবতা যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি।
ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা অট্টহাসের ফুল্লরা।।[৫]

তবে শুধু এখানেই শেষ নয়। দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাঢ়বঙ্গে অগণিত 'যোগাদ্যা বন্দনা', 'যোগাদ্যা পালা' রচিত হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থাগার মিলিয়ে 'যোগাদ্যা বন্দনা'র ৭৭টি, 'যোগাদ্যা পালা'র ৩টি পুথি পাওয়া গেছে। দ্বিজ বাঞ্ছারাম, দ্বিজপ্রতাপ কিংকর, জগন্নাথ, কবিশেখর, দৈবকীনন্দন, কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিরাম প্রমুখ অনেক কবিই যোগাদ্যা বন্দনা রচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ যখন বাল্যকালে গদাধর চট্টোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন তখন পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে দ্বিজ দয়ারাম রচিত একটি 'যোগাদ্যা বন্দনা'র আকর পুথির প্রতিলিপি করেন। এই পালার সমাপ্তি কাল ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৯ মাঘ, শনিবার, অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রি. ১০ ফেব্রুয়ারি তখন গদাধরের বয়স মাত্র ১৩ বছর।[৬]

প্রত্যেক যোগাদ্যা বন্দনাকারেরাই কাব্য রচনা কালে দেবীর ধামাসের ঘাটে শাঁখা পরার ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন। এই দেবীর শাঁখা পরার কাহিনিটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে 'দেবীর শঙ্খপরা' নামে পৃথক ৫ টি পুথি রচিত হয়েছে এবং এই কাহিনি টি নিয়ে কলকাতার রাম বাগানের দত্ত পরিবারের তরু দত্ত 'JOGADHYA UMA' নামে একটি Ballad রচনা করেন ইংরেজিতে।

Shell-bracelects ho!Shell-bracelects ho!
Fair maids and matrons come and buy![৭]

এই কবিতাটিকে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'যোগাদ্যা' নামে।

Scanned by CamScanner

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে -
শাঁখা চাই ভালো শাঁখা চাই ভালো শাঁখা।[৮]

এই শাঁখা পরার কাহিনিটি নিয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক :

> সর্ব শ্রেণীর বাঙ্গালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সিন্দুর, যিনি বাঙ্গালীর দেবী হইবেন তিনি ও অবশ্যই শাঁখা সিন্দুর প্রিয়া হইবেন।এই মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিবার স্নিগ্ধ মধুর উপাখ্যানটি গড়িয়া উঠিয়াছে ...ইহা বিশেষ কোনও কবির কবিকল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ বিশ্বাসেরই একটি সহজ প্রকাশ।[৯]

জলে পাথর ফেললে তা যেমন তরঙ্গের মতো চারিদিকে বিস্তার লাভ করে তেমনি ক্ষীরগ্রামকে কেন্দ্র করে দেবী যোগাদ্যার পূজার্চনা পদ্ধতি, খ্যাতি সমগ্র রাঢ় বঙ্গে প্রসারিত হয়েছিল। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে জানাচ্ছেন:

> ছোটোখাটো স্থানীয়-দেবমাহাত্ম্য গাথা বা দীর্ঘ পদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। যেমন, অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রাজবল্লভীর কথা', ভক্তদাস পালের 'দন্ডেশ্বীর বন্দনা' ইত্যাদি। এই ধরনের রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচারিত হইয়াছিল 'যোগাদ্যার বন্দনা'। ইহার অধিকাংশ পুথিতে ভণিতা নেই তবে কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যায়, দ্বিজ দয়ারামের ভণিতাও মিলিয়াছে।[১০]

সমগ্র রাঢ়বঙ্গে দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে ,অনেক পুথিপত্র আছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, এর মধ্যে সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস নিহিত আছে। আমাদের সেই ইতিহাসকে খুঁজে বার করতে হবে। নতুন সম্ভাবনাময় দিক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরিশেষে এটুকু লিখতে পারি দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য নদীর ধারা হয়তো বৃহৎ নদী হয়ে সগৌরবে সমুদ্রে মিশতে না পারলেও ছোটো প্রাণ ছোটো কথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা দিয়ে গড়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার খাতে নিতান্তই সহজ সরল স্রোতস্বিনী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীটি ফেনিল উচ্ছ্বাসে ক্ষণিকের তরে হলেও কল্লোলিত করেছিল সাহিত্য-ফেনিল লবণাম্বুর রাশিকে।

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র

১) 'শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা', যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২, বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬, ৫ নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৫৩

২) 'ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা', যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম, ৪ অক্টোবর, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১১

৩) 'শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা', যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২, বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬, ৫ নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা – ১১৯

৪) 'ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা', যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম, ৪ অক্টোবর, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১৮

৫) 'বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি', শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা - ৯৯

৬) 'পুঁথি', সম্পাদনা – স্বামী প্রভানন্দ, ভূমিকা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৯, মার্চ, ২০১৭

৭) 'শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা', যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২, বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬, ৫ নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা – ১৫৪

৮) 'যোগাদ্যা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যসঞ্চয়ন', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লি : ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২২৯

৯) 'ভারতের শক্তি – সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ , ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা - ৯, বৈশাখ, ১৩৯২, পৃষ্ঠা - ২০২

১০) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', শ্রীসুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ , বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, কার্তিক, ১৪২০, পৃষ্ঠা – ৩৭৬

Scanned by CamScanner